দৈনিক খবর

তারিখ ... 21 JUL 1990
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬

৭৭

কুমিল্লা বোর্ড এসএসসি'র ৬৫০ উত্তরপত্র খোয়া গেছে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ২০শে জুলাই কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে গত মে মাসে অনুষ্ঠিত এস এস সি পরীক্ষার সাড়ে ৬শ' উত্তরপত্র খোয়া গেছে। বোর্ডের পরীক্ষা সমূহের নিয়ন্ত্রক এই তথ্য দিয়ে বলেছেন যে, এগুলো খোয়া গেছে পরীক্ষকদের কাছ থেকে।

২–এর পাতায় দেখুন

এসএসসি'র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেছেন : একজন পরীক্ষক ৬শ' এবং অপর একজন ৪৯টি উত্তরপত্র হারিয়ে ফেলেন। এগুলোর মধ্যে প্রথম জনের হারানো ৬শ' খাতা চট্টগ্রামের হাটহাজারী পুলিশ পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। অপরজন যে ৪৯টি উত্তরপত্র হারিয়েছেন সেগুলো নোয়াখালীর ছাগলনাইয়া কেন্দ্রের বাংলা দ্বিতীয়পত্রের। এই পরীক্ষা হয় গত ১০ই মে।

স্থানীয় দৈনিক পূর্বকোণের সাংবাদিকরা সিঙ্গারার ঠোঙা হিসেবে ব্যবহৃত একটি উত্তরপত্রে পেয়েছেন। এটি ছাগলনাইয়া কেন্দ্রের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের। অপর একট উত্তরপত্রের প্রথম এবং শেষ পাতা ঠোঙা হিসেবে ব্যবহৃত অবস্থায় বকসীরহাট থেকে পেয়ে কতিপয় তরুণ চট্টগ্রামে সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নয়াবাংলার সাংবাদিক স্বপন মহাজনের কাছে দিয়েছেন। এটাও ছাগলনাইয়া কেন্দ্রের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের। এর ক্রমিক নম্বর–ড ৫২৬০৯৫। পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর ২১৪। রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ৯২৬০৮, সাল ১৯৮৮। হল পরিদর্শক এবং ক্রমিক নম্বরসহ পরীক্ষকের স্বাক্ষর রয়েছে।

৪টি পৃষ্ঠার মধ্যে দুটিতে পরীক্ষার্থী উত্তর লিখেছে। পরীক্ষার একটি পৃষ্ঠা দেখে ৩ এবং অন্যটিতে ৪ নম্বর দিয়েছেন লাল কালিতে, ধারণা করা হচ্ছে আলোচ্য উত্তরপত্র দুটি খোয়া যাওয়া উত্তরপত্রসমূহের অংশ বিশেষ।

কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেছেন, মনসুরাবাদ পিডিডি হাই স্কুলের জনৈক শিক্ষকের কাছে ছাগলনাইয়া কেন্দ্রের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের বেশ কিছু খাতা পাঠানো হয়েছিল। তিনি সেগুলো যথারীতি পেয়েছেন, দেখাও শেষ করেছেন। বাকী ছিল শুধু নম্বরগুলো তোলা। বোর্ডকে তিনি অবহিত করেছেন যে, বদলী হয়ে নয়। কর্মস্থলে যাওয়ার সময় একটি উত্তরপত্র খোয়া গেছে।

ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগে নেয়া হয়েছে বলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক উল্লেখ করেন। হাটহাজারী পুলিশের উদ্ধার করা খাতাগুলো বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিয়ে গেছে এবং অন্য পরীক্ষককে দেখার জন্য দেয়া হয়েছে।

ছাগলনাইয়া কেন্দ্রের যে ৪৯ জন পরীক্ষার্থীর খাতা খোয়া গেছে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তাদের ফলাফল কিভাবে প্রকাশ করা হবে সে ব্যাপারে বোর্ড এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। সম্ভবত : শ্রেণী শিক্ষকের মন্তব্য, নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল, অন্যান্য পত্রে পাওয়া নম্বর ইত্যাদি বিবেচনায় ফলাফল নির্ধারণ করা হতে পারে। অবশ্য এদের ফলাফল কিভাবে নির্ধারণ করা হবে সে ব্যাপারে বোর্ড প্রশাসন শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রামের কয়েকটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা এই প্রতিবেদকের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে পরীক্ষার উত্তরপত্র খোয়া যাওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, এ ধরনের পরীক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিৎ।